বাংলাদেশ ১৯৭১ঃ ইনটোলারেন্স,ভায়োলেন্স এন্ড জেনোসাইড

আদনান সৈয়দ

নিউজার্সির কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলোকাস্ট এন্ড জেনোসাইড বিভাগ গত ৯ ডিসেম্বর "বাংলাদেশ ১৯৭১: ইনটোলারেন্স,ভায়োলেন্স এন্ড জেনোসাইড" শিরনামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ১৯৭১ সালে যুদ্ধকালিন সময়ে বাংলাদেশে বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস তুলে ধরা এবং এই বিষয়টির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কোর্স চালু করা। স্বাভাবিকভাবেই এমন লোভনীয় একটা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে কার না লোভ হয়? তাই আগে থেকেই দিন ক্ষন ঠিক করে ৯ তারিখের দুপুরে নিউইয়র্ক থেকে আমরা কয়েকজন গাড়িপথে নিউজার্সির দিকে বেড় হয়ে পরি।

নিউজার্সির কেন বিশ্ববিদ্যালয় হাইওয়েতে নিউইয়র্ক থেকে বড়জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের পথ। কিন্তু এই ছোট্ট পথটাও মনে হয় যেন শেষ হতে চায় না। হাসান ভাই(হাসান ফেরদৌস) বার কয়েক উৎকণ্ঠার সাথে ঘড়ির দিকে তাকালেন, ফাহিম ভাই(ফাহীম রেজা নূর) ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। আমিও লিংকন টানেলের অসম্ভব রকমের ট্রাফিক জ্যাম দেখে একটু যেন ভেংগেই পড়লাম। তাহলে কি কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম একটা অনুষ্ঠানে সময়মত পৌঁছতে পারবো না? কিন্তু স্থির বিশ্বাসে অটল থাকলো যিনি গাড়ি চালাচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় ঝন্টু(আতিকুল আলম)। নির্দিষ্ট সময়ের আগে যে আমরা পৌঁছবো এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। সত্যি তাই হল। বিকেল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা। আমরা তার মিনিট পনের আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউসি লিটল থিয়েটারে পৌঁছে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় পা রাখতেই দেখি সেখানে বাঙালি যেন উপচে পড়ছে। চেনা-অচেনা মানুষের ভীরে লিটল থিয়েটারটির আনাচে-কানাচে ততক্ষনে বসে গেছে বাঙালির প্রাণের মেলা। এদিকে ট্যাক্সাস থেকে উড়ে এসেছেন মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জালাল তার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নথিপত্র নিয়ে। জামাতে ইসলামি এবং তাদের দোসরদের বর্বরতার কিছু নিদর্শন তিনি বিভিন্ন দলিলপত্রের মাধ্যমে একটি ছোট

গ্যালারি সবার জন্য উন্মুক্তো করে দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মতিউর রহমান নিজামী, মওলানা মান্নান, গোলাম আজমদের গা শিউরে উঠা কার্যকলাপ যতই দেখছিলাম ততই যেন এদের প্রতি ঘেন্নায় এক চাপা আক্রোশে বুক বার বার ফেটে উঠতে চাইছিল। এর মাঝেই ডাক এল অডিটরিয়মের মঞ্চে আসন নেয়ার জন্য। আমরা ব্যাতিব্যাস্ত হয়ে সামনের সাড়ির দিকেই আসন পেয়ে গেলাম।

অনুষ্ঠান শুরু হয় নাইন মান্থ টু ফ্রিডম ডকুমেন্টরি দিয়ে। তার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. ক্রিষ্টি রেইলি তার স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন যে আমরা অনেকেই বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে জানিনা। আমাদের সেই ইতিহাস ভালোভাবে জানতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. দাউদ ফারাহী ডিন ক্রিষ্টি রেইলির কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন আমি আফগানিস্থান বংশদভুত এবং ১৯৭২ সালে আমি ঢাকাতেই ছিলাম। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আমাদের নথিবদ্ধ করতে হবে। কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলোকাস্ট এন্ড জেনোসাইড স্টাডি প্রোগ্রামে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষনার করার জন্য অঙ্গিকার বদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধা এবং বিজ্ঞানি ড. নুরন নবী ৭১' এ রাজাকার ও তাদের দোসরদের কার্যকলাপ এর উপর একটি পরিসংখ্যানমুলক সমীক্ষা উপস্থিত সবার সামনে তুলে ধরেন। আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ড. বার্নাড ওয়েলস্টেইন, ড. রওনক জাহান, ড. এবিএম নাসির, ড. সচি দস্তিদর, ড. হালিমুর খান।

অনুষ্ঠানের শেষের দিকের আয়োজন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারদের স্মৃতিচরন। ২৫ মার্চের সেই কালো রাতে, এপ্রিলের ৭ তারিখে অথবা ডিসেম্বরের ৯ তারিখের সেই নির্মম বুকের নীচে দুমরে মুচরে কালো হয়ে থাকা বেদানার সেই করুন ইতিহাসগুলো এখনো এই ছোট্ট বুকে আকড়ে ধরে আছেন শহীদ পরিবারের এই সদস্যরা।তাঁরা সবাই ঘটনার বর্ননা দিচ্ছেন আর বার বার আবেগ তাড়িত হচ্ছেন। হঠাৎ দেখি চারপাশের সাদা-কালো, ইহুদি, খৃষ্টান সবার চোখেই নীরব অশ্রুধারা, পাশে বসা এক ভদ্রলোক ক্ষনে ক্ষনে ডুকরে কেঁদে ফেলছেন, কেউ কেউ অতি গোপনে চশমার আড়ালে

চোখের পানিটি রুমাল দিয়ে মুছে নিচ্ছেন। কেউ বাবাকে হারিয়েছেন, কেউ ভাইকে নির্মমভাবে খুন করতে দেখেছেন নিজ চোখের সামনেই। সেই রোমহর্ষক ঘটনার বর্ননা দিচ্ছেন শহিদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেনের পুত্র ফাহিম রেজা নূর, জহির রায়হানের বোন শাহেন শাহ। সেই বর্বরোচিত ঘটনার বর্ননা করে চলেছেন এম এ আসিফ, সালাউদ্দিন আহমেদ, শ্যামল কান্তি দে, সাবিনা ইয়াসমিন,তারিকুল আলমসহ আরো অনেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানেরা। সবার চোখ থেকেই যেন আগুনের বারুদ ঠিকরে বেড় হচ্ছে। সবার একিই অভিযোগ। এত দিনেও কেন এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয় নি? না, তাদের সামনে শুধু লজ্জায় নত হওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। শুধু চোখের সামনে স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছিলাম শহীদ জহির রায়হান, শহীদ সিরাজুদ্দিন হোসেন, শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সহ অগনিত মুক্তিযোদ্ধার লাশ স্তুপ হয়ে আমাদের সামনেই পরে আছে। আর এই শহীদরা সবাই বিস্ময়ে অভিমানে অপমানে নীল হয়ে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে! কি আশ্চর্য,আমরাও তাহলে সবাই লাশ হয়ে গেছি! স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পরও একাত্তরের সেই খুনিরা আজ আমাদের বাংলাদেশে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়! আর আমরা এই হাত পা বাধা মানুষেরা সবাই দেখছি সে দৃশ্য। আমরা এখন দেখছি সেই খুনি রাজাকারদের গাড়িতে বাংলাদেশের লাল পতাকাটা নির্লজ্জের মত উড়ছে। হ্যাঁ, আমাদের দেখতে হচ্ছে সে দৃশ্য, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সন্তানদের দেখতে হচ্ছে এই কদাকার দৃশ্য!! আমাদের মুখ বাঁধা, চোখ বাঁধা, আমরা অক্ষম। না, শহীদ বুদ্ধিজীবি পরিবারদের সান্তনা দেওয়ার মত কোন সাহসই আমাদের আর নেই। এই ব্যার্থতা আর লজ্জার দায় যে একান্ত আমাদেরই।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর এমন একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য কেন বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষকে গোটা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য প্রবাসী বাঙালীদের এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। কেন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যারা আরো তথ্য জানতে চান তাদের জন্য নীচে সংযুক্ত ওয়েব সাইটটি দেওয়া হল।

http://cie.kean.edu:16080/~bdgenostudy